চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

বৈশ্বিক অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনকে সামনে নিয়ে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বৈশ্বিক করোনা অতিমারি, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা ও অস্থিতিশীল বিশ্ব বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির বিষয়সমূহকে রাজস্ব ব্যাবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.২৭%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০০%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,০৩৫ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৫১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৯২ শতাংশ বেশি। এনবিআর এর হিসাব অনুযায়ী, এসময়ে এনবিআর কর্তৃক ১,৯৬,০৩৯.৯৫ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৫২.৯৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৯২ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১১.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬০,৫০৭ কোটি (জিডিপি'র ১৪.৭৬%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,২৭,৫৬৬ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৩৮ শতাংশ বেশি। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব ও বিশ্ব বাণিজ্যে অস্থিরতার কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৩ শতাংশ এবং ৪.৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ হলো ৪,৮৭৬.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৩৩ শতাংশ কম। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৫৯,২১৩.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ।

সরকারের বিনিয়োগ ও ব্যয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও তার আলোকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ এবং সামগ্রিক ভাবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এনবিআর বহির্ভূত কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণেও নানাবিধ পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.২৭%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০০%)। ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
কোটি টাকায়								
মোট রাজস্ব	১৭৭৪০০	২০১২১০	২৫৯৪৫৪	৩১৬৫৯৯	৩৪৮০৬৯	৩৫১৫৩২	৩৮৯০০০	৪৩৩০০০
কর রাজস্ব	১৫৫৪০০	১৭৮০৭৫	২৩২২০২	২৮৯৫৯৯	৩১৩০৬৮	৩১৬০০০	৩৪৬০০০	৩৮৮০০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২০০০	২৩১৩৫	২৭২৫২	২৭০০০	৩৫০০২	৩৫৫৩২	৪৩০০০	৪৫০০০
জিডিপি'র শতকরা হারে								
মোট রাজস্ব	৮.৫৫	৮.৬৬	৯.৮৩	১০.৭৩	১০.৯৮	৯.৯৬	৯.৭৮	৯.৬৮
কর রাজস্ব	৭.৪৯	৭.৬৬	৮.৮০	৯.৮১	৯.৮৭	৮.৯৫	৮.৭০	৮.৬৭
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.০৬	১.০০	১.০৩	০.৯১	১.১০	১.০১	১.০৮	১.০০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক, ২) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬,

এনবিআর উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাও একই নির্ধারণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,০০,১৭৯.০৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯০.৯৬ শতাংশ। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.৫০ শতাংশ। এর মধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে প্রবৃদ্ধি ১৫.৮৩ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর ১৪.৫৮ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক ৬.৭১ শতাংশ এবং আয়কর ১৯.৫৩ শতাংশ। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) সাময়িক হিসেবে এনবিআর কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১,৯৬,০৩৯.৯৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার (৩,৭০,০০০ কোটি টাকা) ৫২.৯৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৯২ শতাংশ বেশি। এরমধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১১ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর ৫.৮৩ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক ৪.৬২ শতাংশ এবং আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৫০ শতাংশ। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.১-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.২ এনবিআর কর্তৃক খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

রাজস্ব আহরনের খাতসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
১. আমদানি শুল্ক	১৮০১১.৮	২১০৬৯.১৯	২৪৩১৯.৭৮	২৪২৬৯.৫২	২৩৫৫৯.৫	৩০৪৫৫.৯১	৩৫২৭৬.৫৮	২৩৬২৯.২২
২. মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	২০৫৮৭.১৪	২৫৫৬১.০৯	২৯০৪৯.৭৮	৩১৪০০.৮৩	৩০০১৬.৬৪	৩৮২৭১.৭৮	৪৪৩২৮.৭৪	২৮৯৪৬.৮৮
৩. সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৬৫৬০.৩৩	৭৬২৮.৮৯	৭৮৭৩.১১	৭৬৬৫.০১	৬৯৭৫.১৫	৮৪২২.১২	৯৮১৭.৮১	৬৬১৯.১৭
৪. রপ্তানি শুল্ক	৩৯.৭৪	২২.৭০	৩৫.৮৮	৫৫.২৪	১.০৩	০.৬০	০.৬৭	২.৮০
উপ মোট	**৪৫১৯৯.০১**	**৫৪২৮১.৮৭**	**৬১২৭৮.৫৫**	**৬৩৩৯০.৬**	**৬০৫৫২.৩২**	**৭৭১৫০.৪১**	**৮৯৪২৩.৮০**	**৫৯১৯৮.০৭**
৫. আবগারী শুল্ক	১৫৮২.০৩	১৭৯০.৫১	২০৭২.৫৯	২৩৭৩.৩৮	২২৭৯.৪	২৪১৮.১৮	৩১০২.৮৬	৮০৮২.০০
৬. মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৪৮৬২.৮২	৩৮২৮৭.৭৬	৪৬৭১৬.৪৫	৫৫৯৭১.১৯	৫৬০৮০.৬৯	৬৩৭৮৬.৭৭	৭২৬০৬.৪৫	৪৬৯৪২.১০
৭. সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৯৬৩০.৯৬	২৩৪৮১.৭০	২৯৯০২.৭৪	২৮৮১৪.৫৩	২৫৪৭১.১২	৩০০৪৭.৭৩	৩১২৩৪.৪৫	২০৫৪৬.২৫
৮. টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৪.৮৫	২.৪৫	২.১৯	২.৫৩	১.১	১.৪৫	০.৬৩	১৩.১৪
৯. অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	-	-	-	১৮.২	৬৩৪.৬৯	১২৫৩.০৯	১৪৭৩.৮৪	৮২০.৪১
উপ মোট	**৫৬০৮০.৬৬**	**৬৩৫৬২.৪২**	**৭৮৬৯৩.৯৭**	**৮৭১৭৯.৮**	**৮৪৪৬৭**	**৯৭৫০৭.২২**	**১০৮৪১৮.২৩**	**৭৬৪০৩.৯০**
মোট পরোক্ষ কর	**১০১২৭৯.৬৭**	**১১৭৮৪৪.২৯**	**১৩৯৯৭২.৫২**	**১৫০৫৭০**	**১৪৫০১৯.৩২**	**১৭৪৬৫৭.৬৩**	**১৯৭৮৪২.০৩**	**১৩৫৬০১.৯৭**
১০. আয়কর	৫১৩২৮.৯২	৫২৭৫৪.৯৩	৬১১৪৪.৫	৬৯০৭৪.৫১	৭০৫০১.৪৯	৮৪৮৮৮.২৪	১০১৪৬৫.৭৯	৫৯৫০৯.৫০
১১. ভ্রমণ ও অন্যান্য কর/শুল্ক	১০১৮.৩৭	১০৫৭.২২	১১৯৫.৯২	১১২৬.৬৮	৯৩০.৯৬	৩৩৫.৯৩	৮৭১.২৬	৯২৮.৪৮
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৫২৩৪৭.২৯**	**৫৩৮১২.১৫**	**৬২৩৪০.৪২**	**৭০২০১.১৯**	**৭১৪৩২.৪৫**	**৮৫২২৪.১৭**	**১০২৩৩৭.০৫**	**৬০৪৩৭.৯৮**
সর্বমোট	**১৫৩৬২৬.৯৬**	**১৭১৬৫৬.৪৪**	**২০২৩১২.৯৪**	**২২০৭৭১.৬২**	**২১৬৪৫১.৭৭**	**২৫৯৮৮১.৮০**	**৩০০১৭৯.০৮**	**১৯৬০৩৯.৯৫**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	৩৪.০৭	৩১.৩৫	৩০.৮১	৩২.৫৬	৩৩.০০	৩২.৭৯	৩৪.০৯	৩০.৮৩
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	৬৫.৯৩	৬৮.৬৫	৬৯.১৯	৬৭.৪৪	৬৭.০০	৬৭.২১	৬৫.৯১	৬৯.১৭

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

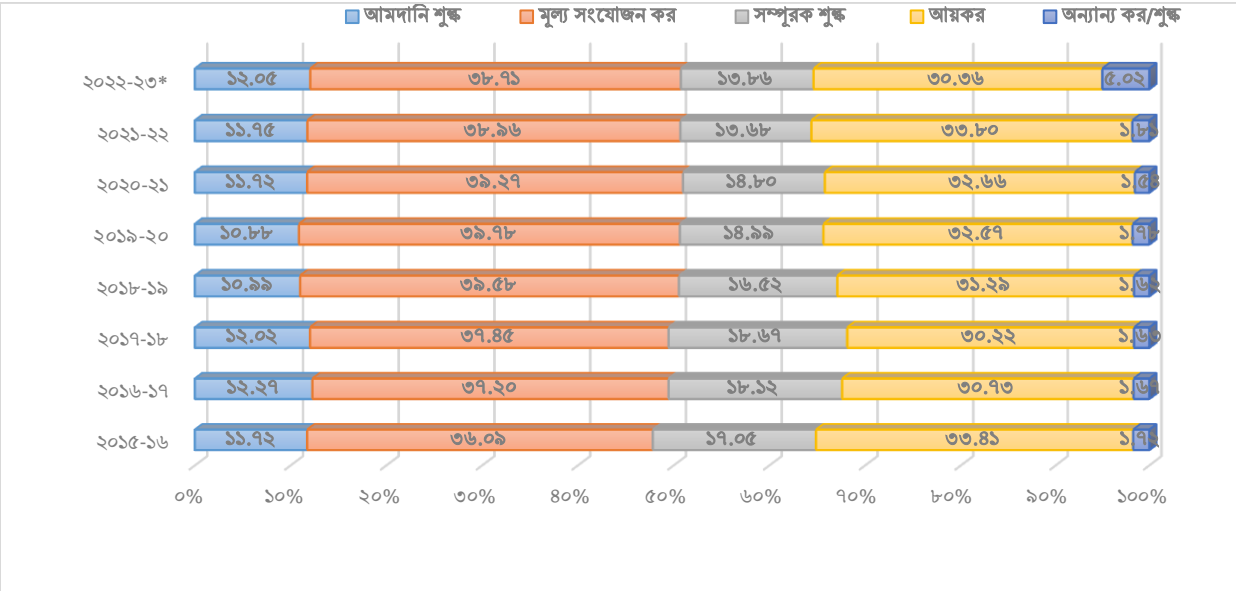

* জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩

রাজস্ব খাতে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৪.১ এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের মধ্যে রয়েছে মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিসিয়াল) এবং সারচার্জ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৭০৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৩২ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৮,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৩২৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ২৯.৬১ শতাংশ।

কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক ফি, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, অবাণিজ্যিক বিক্রয় এবং কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩,০০০ কোটি টাকা। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫,০৫৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮১.৫২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সাময়িক হিসাবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২৪,৪৪৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার (৪৫,০০০ কোটি টাকা) ৫৪.৩৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৯০ শতাংশ বেশি।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

বিগত ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ সম্বলিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব হ্রাস করা। সে লক্ষ্যে, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষার মতো খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণে অতিমারির প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অস্থিরতার প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সারণি ৪.৩-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের গতিধারা তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের লক্ষমাত্রা

খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
কোটি টাকায়								
(ক) পরিচালন ব্যয়	১৫৬৫৯২	১৭৫৮৪৯	২১০৫৭৮	২৬৬৯২৬	২৯৫২৮০	৩২৩৬৮৮	৩৬৬৬২৭	৪১৪৫০৪
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮১৪০৭	৮৮০৯০	১৫৩৬৮৮	১৭৩৪৪৯	২০২৩৪৯	২০৮০২৫	২২১৯৪৮	২৪১৪০৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	২১৭	৫৫৬০	৭২২৯	২১৬৬	৩৯৪৮	৭২৭০	৪৯২৫	৪৫৯৬
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	২৬৪৫৬৪	২৬৯৪৯৯	৩৭১৪৯৫	৪৪২৫৪১	৫০১৫৭৭	৫৩৮৯৮৩	৫৯৩৫০০	৬৬০৫০৭
জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (%)								
(ক) পরিচালন ব্যয়	৭.৫৪	৭.৫৭	৭.৯৮	৯.০৪	৯.৩১	৯.১৭	৯.২৩	৯.২৬
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৩.৯২	৩.৭৯	৫.৮২	৫.৮৮	৬.৩৮	৫.৮৯	৫.৫৯	৫.৪০
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.০১	০.২৪	০.২৭	০.০৭	০.১২	০.২১	০.১২	০.১০
মোটব্যয় (ক+খ+গ)	১২.৭৫	১১.৫৯	১৪.০৮	১৪.৯৯	১৫.৮২	১৫.২৭	১৪.৯৩	১৪.৭৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২) উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

৩) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬।

পরিচালন ব্যয়

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৩,৬৬,৬২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৩,৪০,৫৭২ কোটি টাকা (৯২.৮৯%) এবং মূলধন ব্যয় ২৬,০৫৬ কোটি টাকা (৭.১১%)। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতে বরাদ্দ: বেতন ও ভাতাদি ১৯.৫১ শতাংশ, পণ্য ও সেবা ৯.৫৪ শতাংশ, সুদ পরিশোধ ১৯.৪৩ শতাংশ (এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের সুদ ১.৭০ শতাংশ) এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি স্থানান্তর ৪৩.৬৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয় ৪,১৪,৫০৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৩.০৫ শতাংশ বেশি। পরিচালন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের বরাদ্দ: বেতন ও ভাতাদি ১৭.৬৫ শতাংশ, পণ্য ও সেবা ৯.৪০, সুদ পরিশোধ ২১.৭২ শতাংশ, যার মধ্যে বৈদেশিক সুদ পরিশোধ ২.২৫ শতাংশ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি হস্তান্তর ৪৪.৭৯ শতাংশ। লেখচিত্র ৪.২-এ বিগত ৪ বছরের পরিচালন ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৪.২: পরিচালন ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

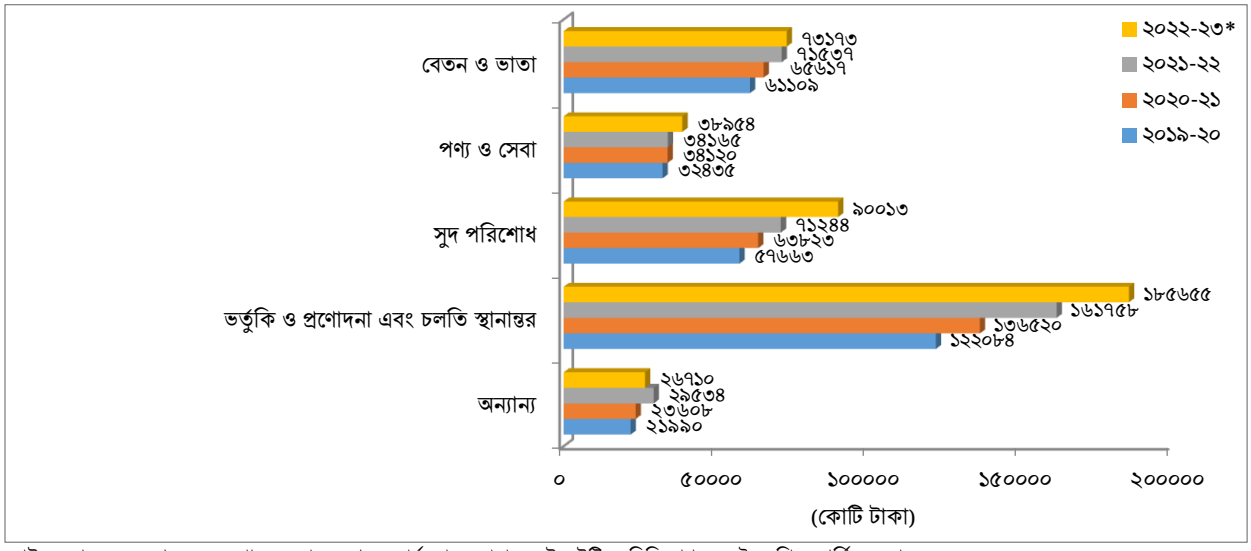

নোট: অন্যান্য এর মধ্যে রয়েছে থোক, সম্পদ সংগ্রহ ও পুর্ত কাজ, শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক আর্থিক সম্পদ।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রনোদনা প্যাকেজ

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশেও কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সংকট মোকাবেলায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মহামারির ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এসব কৌশল বাস্তবায়নে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,২০,১৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে এর আওতা বৃদ্ধি করে ২৮টি কর্মসূচি সম্বলিত ২,৩৭,৬৭৯ কোটি টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধার প্যাকেজ (জিডিপির ৫.৯৮%) ঘোষণা করেছে যা জরুরি স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সংযোজনী ২-এ ২৮টি কর্মসূচীর তালিকা দেয়া হলো।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি'র আকার ছিল ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৫৩,০৬৬ কোটি টাকা (৬২.২০%) ও প্রকল্প সাহায্য ৯৩,০০০ কোটি টাকা (৩৭.৭৯%)। এছাড়া, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৫৬,০০৩ কোটি টাকা। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১,৪৪১টি (বিনিয়োগ প্রকল্প-১২৫০টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-১০৬টি, সায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন-৮৫টি)। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ ২,২৭,৫৬৬ কোটি টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৫৩,০৬৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৭.২৬%) ও প্রকল্প সাহায্য ৭৪,৫০০ কোটি টাকা (৩২.৭৪%)। স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ৮,৯৯৫ কোটি টাকাসহ মোট সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়ায় ২,৩৬,৫৬১ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশের নীচে হলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশের ওপরে রয়েছে। সারণি-৪.৪-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মূল ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয় (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত) দেখানো হলো:

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৫-১৬	১১২৪	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৮৩৫৮১ (৯২%)	৫৮৩৫৭ (৯৪%)	২৫২২৪ (৮৭%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৪১৫	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৭-১৮	১১৯২	১৫৩৩৩১	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৫৫১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০.৫%)
২০১৮-১৯	১৪৫১	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০	১৭৮৫	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	১৫৮২৬৯ (৯৫%)	১১১১৬৫ (৯৬%)	৪৭১০৪ (৯২%)
২০১৯-২০	১৫৬৪	২০২৭২১	১৩০৯২১	৭১৮০০	১৭৪৮	১৯২৯২১	১৩০৯২১	৬২০০০	১৫৫৬৯৮ (৮০%)	১০৮১৭২ (৮৩%)	৪৭৫২৬ (৭৭%)
২০২০-২১	১৫১৭	২০৫১৪৫	১৩৪৬৪৩	৭০৫০২	১৮০৯	১৯৭৬৪৩	১৩৪৬৪৩	৬৩০০০	১৬৪৪৮২ (৮৩%)	১১১৯৬৬ (৮৩%)	৫২৫১৬ (৮৩%)
২০২১-২২	১৪৪৪	২২৫৩২৪	১৩৭৩০০	৮৮০২৪	১৮৩৬	২০৯৯৭৭	১৩৭৩০০	৭২৬৭৭	১৯৩৮০৭ (৯২%)	১২৬৪৬৮ (৯২%)	৬৭৩৩৯ (৯৩%)
২০২২-২৩*	১৪৪১	২৪৬০৬৬	১৫৩০৬৬	৯৩০০০	১৫৭২	২২৭৫৬৬	১৫৩০৬৬	৭৪৫০০	৯৪৮৭৫ (৪২%)	৫৬১৫১ (৩৭%)	৩৮৭২৪ (৫২%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। নোট: সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত (* ব্যয় মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

সারণি ৪.৫-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ; বিদ্যুৎ; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ; শিক্ষা ও ধর্ম; পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর; বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ; কৃষি; পানি সম্পদ ও শিল্প সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবহন সেক্টর যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৪.৯০ শতাংশ। বিগত বছরসমূহে এডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নেও সচেষ্ট। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ২৬,৪৯১.৯৬ কোটি টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১৩.৪০ শতাংশ। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৪,৯২১.৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭.৫৫ শতাংশ। একইভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৮,২৮৯.৭ কোটি টাকা যা মোট এডিপি'র ৯.২৫ শতাংশ।

সারণি ৪.৫: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	৫৭৪১.৬০	৫.১৯	৫২৮৩.৫২	৩.৫৬	৬৯১৮.২৪	৩.৯২	৬৬২৩.৫৩	৩.৪৩	৭৭৩৪.২৯	৩.৯১
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২	১৬৭২২.০০	১১.২৭	১৫১৫৪.২৫	৮.৫৮	১৫৭৭৭.৯১	৮.১৮	১৮২৮৯.৭	৯.২৫
৩. পানি সম্পদ	৩৩৪২.১১	৩.০২	৪১৪৭.৩১	২.৮০	৫০০০.৮৭	২.৮৩	৬৫৫২.৭৯	৩.৪০	৬৭০৮.৯৩	৩.৩৯
৪. শিল্প	৯৭৪.১২	০.৮৮	১৫৬৩.৫৫	১.০৫	২১৭৬.০১	১.২৩	৩২৩৮.১০	১.৬৮	৩৫০০.০৯	১.৭৭
৫. বিদ্যুৎ	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫	২২৩৪০.৩২	১৫.০৬	২৫৮১৯.১৭	১৪.৬২	২৩৬৩১.৭৮	১২.২৫	২১৯৪৫.১৭	১১.১০
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৬৭.৮৭	০.৯৬	১৩৪৬.৪৮	০.৯১	৫৭৩৭.০৬	৩.২৫	২৪১৭.০৭	১.২৫	১৭৪৮.৭৯	০.৮৮
৭. পরিবহণ	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২	৩৭৫১৩.২২	২৫.২৮	৩৯৫৩১.১৭	২২.৩৮	৪৭৪৩১.৯২	২৪.৫৯	৪৯২১২.৮৬	২৪.৯০
৮. যোগাযোগ	১৯১৫.৭৯	১.৭৩	৯৩৭.৪৪	০.৬৩	২২২১.০১	১.২৬	১৭৩৯.৬৪	০.৯০	১৫৩৭.৩৩	০.৭৮
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০	১৫১৪৬.৮৩	১০.২১	২১৯৫৬.৫১	১২.৪৩	২৬৮৩৯.২৫	১৩.৯১	২৬৪৯১.৯৬	১৩.৪০
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০	১৪১৮৬.৫৬	৯.৫৬	১৫৫১০.৮৪	৮.৭৮	২০৪২৯.১০	১০.৫৯	২৪৫৭১.৯৬	১২.৪৩
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২১৪.১৯	০.২৮	৩১৮.৬১	০.২১	৬৫৩.৬৬	০.৩৭	৫৮৭.৯৩	০.৩০	৪৮৪.৫	০.২৫
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১	৯৬০৭.৫১	৬.৪৭	১০৯০২.০৭	৬.১৭	১০১০৮.৪৯	৫.২৪	১৪৯২১.৯	৭.৫৫
১৩. গণসংযোগ	১৭৬.০০	০.১৬	২১৯.৬৫	০.১৫	২৫০.৩৯	০.১৪	১৭১.২৫	০.০৯	২৪৮.২৫	০.১৩
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩৪৭.১৯	০.৩১	৪৩১.৮৬	০.২৯	৬৪৯.৭১	০.৩৭	৭৯৮.০৬	০.৪১	৮৭৫.২৯	০.৪৪
১৫. জন প্রশাসন	২৩৬১.১৫	২.১২	২১১৮.৯১	১.৪৩	৪৯৭৪.০৭	২.৮২	৫১৩৭.৪৯	২.৬৬	৩৩৭৭.৫২	১.৭১
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪	১২৫৯৩.১৮	৮.৪৯	১৩৪৫৩.৬৩	৭.৬২	১৬৭৯০.৪৩	৮.৭০	১১৫৭৫.৬৬	৫.৮৬
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৫০.৭৭	০.৪১	৩৫৬.২৫	০.২৪	৪৬৪.৩০	০.২৬	৫৪৪.২৭	০.২৮	৫৩৭.৭২	০.২৭
থোক/বরাদ্দ	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**	**৩৫৪৭.৮০**	**২.৩৯**	**৫২৪৬.৭৫**	**৩.১৪**	**৪১০১.৫৬**	**২.১৩**	**৩৮৮১.২৪**	**১.৯৬**
সর্বমোট বরাদ্দ	**১১০৭০০**	**১০০**	**১৪৮৩৮১**	**১০০**	**১৬৭০০০**	**১০০**	**১৯২৯২১**	**১০০**	**১৯৭৬৪৩**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করার জন্য ADP/RADP Management System (AMS) শীর্ষক ওয়েববেইজ পদ্ধতি ২০২০-২১ অর্থবছর হতে প্রচলন করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি'র সেক্টর বিভাজন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩টি খাত হলোঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৭.৪২%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (২০.৮৭%) এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি (১০.৭১%)। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৮.২৩%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৭.৩৪%) এবং শিক্ষা (১১.৩৬%) উল্লেখযোগ্য। সারণি ৪.৬-এ ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি'র খাতওয়ারি বিভাজনের চিত্র দেখানো হলো:

সারণি ৪.৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র
(অর্থবছর: ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩)

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সেক্টর	অর্থবছর ২০২১-২২		অর্থবছর ২০২২-২৩	
		বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১	সাধারণ সরকারি সেবা	৩০৩৬.৪৬	১.২৮	২৯২১.২৬	১.১৪
২	প্রতিরক্ষা	৯৮৮.১১	০.৪২	১২৭০.০৫	০.৫০
৩	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	৩২০৪.৯৮	১.৩৫	৩৬০৯.৭৭	১.৪১
৪	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৭৪৯৯.১৫	৩.১৭	৬৯৮২.১৪	২.৭৩
৫	কৃষি	৭৬৬৫.৩৭	৩.২৪	১০১৪৩.৫৭	৩.৯৬
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪৯৪০৮.৮৯	২০.৮৭	৪৪৩৮৮.৭৭	১৭.৩৪
৭	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৪৯২৬.৮১	২৭.৪২	৭২২৬৯.৪৫	২৮.২৩
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪২৯৯.৮৯	৬.০৪	১৬৪৬৫.০২	৬.৪৩
৯	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	৮৫২৬.২৩	৩.৬০	৯৮৫৯.২৫	৩.৮৫
১০	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫৩৫১.৫৩	১০.৭১	২৬০৮৬.৬২	১০.১৯
১১	স্বাস্থ্য	১৭৩১১.৮২	৭.৩১	১৯২৭৭.৮৭	৭.৫৩
১২	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	২২১৮.৯৩	০.৯৪	২৩৭৬.৯১	০.৯৩
১৩	শিক্ষা	২৩১৭৭.৯৬	৯.৭৯	২৯০৮১.৩৮	১১.৩৬
১৪	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	৩৬৭৬.৮৭	১.৫৫	৪২৩৩.৭৪	১.৬৫
১৫.	সামাজিক সুরক্ষা	১৬৪৬.৩০	০.৭০	২৫৬৯.৭৩	১.০০
মোট সেক্টর বরাদ্দঃ		**২৩২৯৩৯.৩০**	**৯৮.৩৭**	**২৫১৬৩৪.২৭**	**৯৮.২৯**
উন্নয়ন সহায়তা / থোক বরাদ্দঃ		৩৮৫৩.৭৯	১.৬৩	৪৩৬৯.০০	১.৭১
সর্বমোট বরাদ্দঃ		**২৩৬৭৯৩.০৯**	**১০০.০০**	**২৫৬০০৩.২৭**	**১০০. ০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ। নোট: স্ব-অর্থায়নের প্রকল্পসহ।

উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগানে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ছিল ৬৭.৯৬ শতাংশ, পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭০.১৯ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ৬৪.৯২ শতাংশে হ্রাস পেলেও পরবর্তী দুই অর্থবছরে তা মোটামুটি একই রয়েছে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান হ্রাস পেয়ে ৫৯.৩৬ শতাংশ হলেও তা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৪.৫১ শতাংশে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমান হ্রাস পায়। সারণি ৪.৭-এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
এডিপি	৯১০০০	১১০৭০০	১৪৮৩৮১	১৬৭০০০	১৯২৯২১	১৯৭৬৪৩	২০৭৫৫০	২২৭৫৬৬
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৬১৮৪০	৭৭৭০০	৯৬৩৩১	১১৩৯০০	১৩০৯২০	১৩৪৬৪৩	১৩৩৮৮৬	১২৯৭৭২
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (%)	৬৭.৯৬	৭০.১৯	৬৪.৯২	৬৯.৪৬	৬৭.৮৬	৫৯.৩৬	৬৪.৫১	৫৭.০২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৮-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সংশোধিত বাজেটভিত্তিক ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের চিত্র তুলে ধরা হলো। সারণি ৪.৯-এ অর্থ বিভাগের আইবাস ++, ($iBAS^{++}$) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) এবং সংযোজনী ৪.৩-এ বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত হিসাবের তথ্য দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৮: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(জিডিপির শতাংশ)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	৫.০৩	৪.৯৯	৪.৯৮	৪.৯৫	৫.৬০	৬.০৯	৫.১২	৫.১০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	৪.৭৪	৪.৭৬	৪.৭৮	৪.৮০	৫.৪৮	৬.২৩	৫.০৬	৫.০০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৫৯	৩.৫৪	২.৯৩	৩.১০	৩.৫৫	৩.৮২	৩.১২	৩.১৪
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	১.১৫	১.২২	১.৮৫	১.৭১	১.৯২	২.২৭	১.৯৮	১.৮৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৪৪	১.৪৬	২.০৫	১.৮৬	২.০৫	২.৪০	২.০০	১.৯৪

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত জিডিপি'র ভিত্তি বছর:২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২ ও২০২২-২৩ অর্থবছরের জিডিপি'র ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬।

সারণি ৪.৯: প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতকরা হারে)

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.০	৪.৭	৪.৭	**৪.৩**	**৪.৬**	**৫.১**

উৎস: *iBAS*++ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জিডিপির ভিত্তি বছর:২০১৫-১৬ * লক্ষ্যমাত্রা

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৯৫,৫৮৩.২ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.৪ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) ছিল ৬৮,৬৫২.৩ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ছিল ২৬,৯৩১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের (নীট) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১,১৭৬.৬ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের গতিধারা সারণি ৪.১০ এবং লেখচিত্র ৪.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি-৪.১০: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৭০২০.৮	১.৮
২০১৬-১৭	-৫২০.২	-১৭৮৮৪.৮	-১৮৪০৫.০	৫৩৬৮৯.২	৩৫২৮৪.২	১.৫
২০১৭-১৮	৯৬১৯.৩	-১২৪৮৫.৭	-২৮৬৬.৪	৪৭৪৯০.৭	৪৪৬২৪.৩	১.৭
২০১৮-১৯	৯২৯৩.০	১০৪৯৯.৫	১৯৭৯২.৫	৫৩৯০০.২	৭৩৬৯২.৭	২.৫
২০১৯-২০	৬৫৯২.১	৬৪১২২.৮	৭০৭১৪.৯	২২৯০২.২	৯৩৬১৭.১	৩.০
২০২০-২১	-২৭৬৬৯.৭	৫৩৯৭৩.৭	২৬৩০৪.১	৪৪৩৯০.৬	৭০৬৯৪.৭	২.০
২০২১-২২	৪০২১৭.৩	২৮৪৩৫.০	৬৮৬৫২.৩	২৬৯৩১.০	৯৫৫৮৩.২	২.৪
২০২২-২৩*	৫৪৫০১.২	-৭৮৯৪.৬	৪৬৬০৬.৬	৪৫৭০.০	৫১১৭৬.৬	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত। নোটঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (ভিত্তিঃ২০১৫-১৬)

লেখচিত্র ৪.৩: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) পরিমাণ

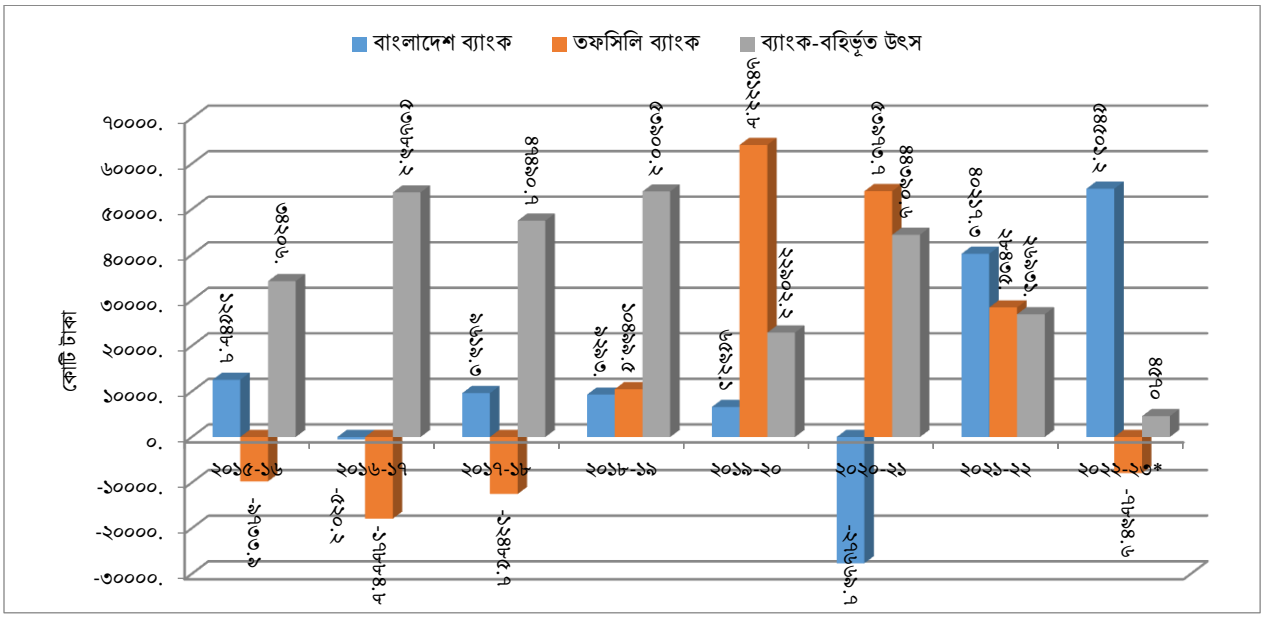

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক সহায়তা/ঋণ

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ মোট ১০,৯৬৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি হতে ৩৭.৯ শতাংশ বেশী। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ২,০১৭.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দায় পরিশোধের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ২,৪৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৪২৮.০৪ মিলিয়ন কম, যার মধ্যে সুদ ও আসল বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৪৯১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১,৫২৬.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে নীট বৈদেশিক প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ৮,১৫৫.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৮৭৬.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং নীট বৈদেশিক প্রবাহ দাঁড়ায় ৩,৪৫২.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তা (ঋণ ও অনুদান) গ্রহণ এবং ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.১১-এ সন্নিবেশ করা হলো।

সারণি ৪.১১ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৯	১০৫১	২৭১৫	২৫১৩
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮	৩৮৩	৫৯৮৭	৬৩৭০	২৯৯	১১১০	১৪০৯	৫২৬০	৪৯৬১
২০১৮-১৯	২৭৯	৬২৬৩	৬৫৪২	৩৯১	১২০২	১৫৯৩	৫৩৪০	৪৯৪৯
২০১৯-২০	১৯৬	৭০৭৪	৭৩৮২	৪৭৭	১২৫৭	১৭৩৪	৬১২৫	৫৬৪৮
২০২০-২১	৫০৯	৭৪৪৮	৭৯৫৭	৪৯৬	১৪১৯	১৯১৫	৬৫৩৮	৬০৪২
২০২১-২২	৬৭৪.৭৭	১০২৯৪.৫২	১০৯৬৯.২৯	৪৯১.২৫	১৫২৬.৭১	২০১৭.৯৬	৮৬৪৬.৫৩	৮১৫৫.২৮
২০২২-২৩*	২৪৩.২৯	৪৬৩৩.২৩	৪৮৭৬.৫২	৪০২.৯৬	১০২১.১৪	১৪২৪.১০	৩৮৫৫.৩৮	৩৪৫২.৪২

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.৪: বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

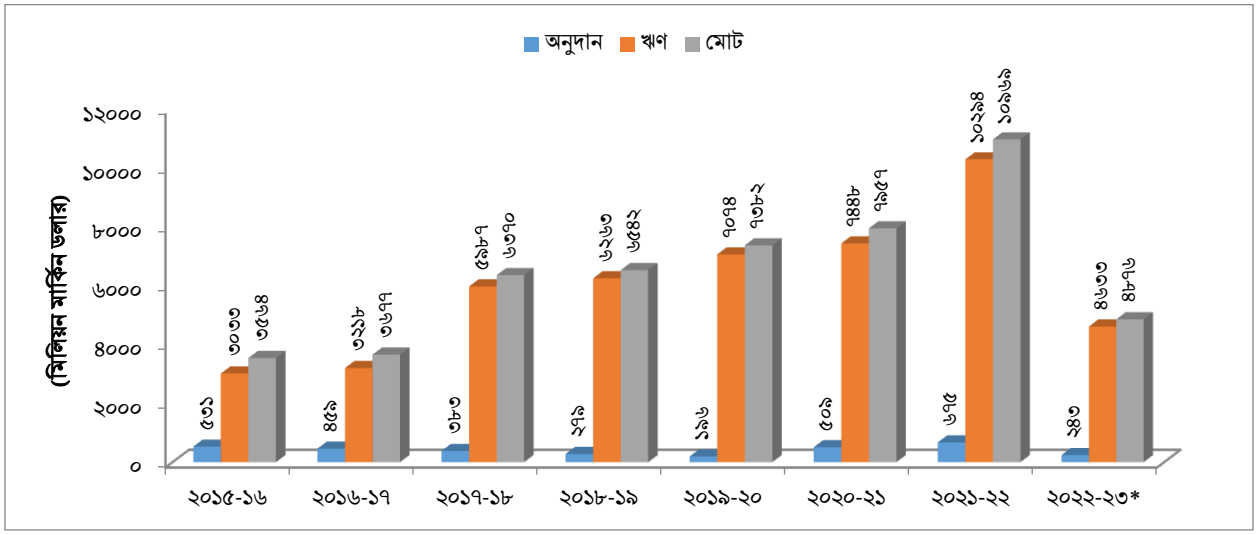

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩

এছাড়া, বৈদেশিক সহায়তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট ৫৭ থেকে পরিশিষ্ট ৬১ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। দেশের বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫৯,২১৩.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ।

সংযোজনী

সংযোজনী ৪.১
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আনীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণী

শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়াদি

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- দেশীয় পোল্ট্রি শিল্প এবং গোখাদ্য তৈরীর কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত শূণ্য শুল্কহার এবং অন্যান্য হারে রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি কিছু নতুন উপকরণ এর ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক প্রস্তুতে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল এর রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কৃষি ও খাদ্য শিল্পে ব্যবহার্য কোল্ড স্টোরেজ ফ্রিজার এবং চিলার এর রেয়াতি হারে আমদানির সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। একইসাথে শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবহার্য কতিপয় পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক কর হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখি প্রসারের কৌশল অবলম্বনে শিল্প খাতের বিভিন্ন উপখাত যেমন: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, ইস্পাতজাত বিবিধ শিল্প, মোটরসাইকেল উৎপাদন শিল্প, রাবার শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ইত্যাদির সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান ও প্রতিরক্ষণে তৈরী পণ্য আমদানিতে শুল্ক-কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
- দেশীয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আইসিটি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বে "মেড ইন বাংলাদেশ" ব্রান্ডিং এবং দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ সুরক্ষার পাশাপাশি সরকার ঘোষিত ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার ও টোনার কার্ট্রিজ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, ল্যাপটপ কম্পিউটার আমদানিতে আমদানি পর্যায়ে মুসক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, বিলাস পণ্যের নিয়ন্ত্রণ ও কোভিড পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিলাসবহুল মোটরগাড়ি ও জীপ এবং ঝাড়বাতি ও লাইট ফিটিংস এর উপর আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মোট করভার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আদায় এবং বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের বিদ্যমান ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা এবং যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সংক্রান্ত বিষয়াদি

আর্থিক সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- Automated এবং transparent environment এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান ও ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

- ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Electronic Fiscal Device (EFD)/ Sales Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- e-payment এর মাধ্যমে অনলাইনে মূসক পরিশোধ করা যায়। উল্লেখ্য যে, একক চালানে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমান মূল্য সংযোজন কর ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৫ কোটি টাকার অধিক তাদের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সাম্প্রতিকসময়ে গৃহীত নীতি

দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য কার্যক্রম

- এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, Active Pharmaceutical Ingredients, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার সামগ্রী, পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, হোম আপ্ল্যায়েন্স (ওয়াসিং মেশিন, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওভেন ইত্যাদি), স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার ইত্যাদি উৎপাদন, সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- ভারী শিল্পের বিকাশে প্রজ্ঞাপন দ্বারা লিফট, মোটর ভেহিক্যাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক কতিপয় শর্তে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কতিপয় খাতকে (যথা: রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বেজা, হাইটেক পার্ক, পিপিপি ইত্যাদি) বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহিত প্রদান করা হয়েছে;
- কৃষি খাতকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার টিলার এবং পোল্ট্রি, ডেইরী ও ফিস ফিড পণ্যসমূহের উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেক্টরের সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Tax Expenditure Analysis সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করেছে;
- সামাজিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা, পরিবেশ দূষনরোধকারী কার্যক্রম, সরকারি ও বেসরকারি এতিমখানা, অটিজম সংক্রান্ত সেবা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধি মানুষদের পড়ার উপকরণ ব্রেইল মুদ্রণের উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর বাজেটে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের শুল্কহার ও মূল্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

- তথ্য প্রযুক্তি সেবার বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল, ফোন, কম্পিউটার, কি-বোর্ড, মাউস, স্পিকার, মডেম, সফটওয়্যার, রাউটার, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, সার্ভার, প্রিন্টার, ইত্যাদিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে;

জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক হার নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে

সিগারেট

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২১-২২)	পূর্বের করভার (সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২১-২২)	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২২-২৩)	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২২-২৩)
৩৯ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৭%	৪০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৭%
৬৩ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৬৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%
১০২ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	১১১ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%
১৩৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	১৪২ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%

আয়কর সংক্রান্ত বিষয়াদি

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য আয়কর খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

- **কোম্পানি করহার হ্রাস**
  - পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।
  - পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।
  - পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩০ শতাংশ হতে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- **ব্যাক্তি শ্রেণীর করহার**

  ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ন্যায় যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎসচাষের জন্য প্রস্তাবিত করহার (একত্রিত করে)	
আয়ের পরিমাণ	করহার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

- **তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর রেয়াত**

  কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে -
  - প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
  - তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।
- **সম্পদের উপর সারচার্জ যৌক্তিকীকরণ**
  - বিদ্যমান ৭টি ধাপের পরিবর্তে ৫টি ধাপ করা হয়েছে।
  - আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
  - ন্যূনতম সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে।
- **আমদানি পর্যায়ে উৎস করহার হ্রাসকরণ**
  - স্বর্ণ আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করা হয়েছে।
  - সিআইশীট ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল এর উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ৩% করা হয়েছে।
  - হুইল চেয়ার আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করা হয়েছে।

- **করনেট সম্প্রসারণ**
  - নূতন করদাতাদের রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Tax Day" এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনয়ন এর মাধ্যমে যে সকল করদাতা পূর্বে কখনই রিটার্ন দাখিল করেননি তাদের জন্য আয়বর্ষ পরবর্তী সম্পূর্ণ করবর্ষব্যপী বিনা জরিমানায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধান করা হয়েছে।
  - টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।
  - ব্যাংক সুদ আয় হতে উৎসে কর কর্তনের বিধানে টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ ব্যাংকে দাখিলের বিধান করা হয়েছে।
  - এক কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার রয়েছে এমন হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, রিসোর্ট, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
  - উৎসে কর সংগ্রহের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌযান ও বাণিজ্যিক যানবাহন হতে এস. আর. ও. অনুযায়ী প্রদত্ত করহার ঠিক রেখে ন্যূনতম করের আওতায় উৎসে কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে।
  - টিআইএন-ধারীর পরিবর্তে যে সকল করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে এমন সকল করদাতাদের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
  - যে সকল ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রসহ আরো কতিপয় ক্ষেত্রে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র উপস্থাপনের বিধান করা হয়েছে।
  - ব্যবসাস্থলে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও করমুক্ত খাতের সম্প্রসারণ**

উদ্ভাবনী অর্থনীতি বিকাশ এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়ক হিসেবে স্টার্ট-আপকে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদানের বিধান করা হয়েছে-

  - স্টার্ট-আপকে সংজ্ঞায়িত করা;
  - স্টার্ট-আপের আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে লোকসানের সমন্বয় ও জেরটানা ৯ বছর পর্যন্ত অনুমোদন করা;
  - ন্যূনতম করহার .৬% এর পরিবর্তে .১% করা;
  - নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্টার্ট-আপের কর নির্ধারণে ব্যবসায়িক খরচ অনুমোদনের বিধি-বিধান শিথিল করা।
- **রপ্তানি খাতে সহায়তা এবং 'Made in Bangladesh' ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা**
  - রপ্তানি বিষয়ে অস্পষ্টতা দূরীকরণে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে সেবা খাতকে রপ্তানির অন্তর্ভূক্ত করে রপ্তানিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
  - বাংলাদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জিত আয় ব্যাংকিং মাধ্যমে বাংলাদেশে আনীত হলে তা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার বিধান করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানী বহুমূখীকরণ হবে।
  - রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের করহার নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে

    (অ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;

    (আ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের অর্জিত আয়ের উপর ১২%; এবং

(ই) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

- **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা**
  - শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **আইটি হার্ডওয়্যার খাতে উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রণোদনা**
  - আইটি খাতে বাংলাদেশে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রণোদনা হিসেবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **সুলভ এবং বিকেন্দ্রীত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ**
  - বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থাপিত এবং অন্যূন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের শর্তে হাসপাতালের আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **ক্ষুদ্রঋণ সংগ্রহ ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা**
  - নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
  - ক্ষুদ্রঋণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে NGO Affairs Bureau এর পাশাপাশি Micro Credit Regulatory Authority এর সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ হতে আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

- **দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ডমার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা**
  - দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- **অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ**
  - ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেবা সরবরাহের বিল গ্রহণে ব্যর্থ হলে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।
  - কৃষি ও ফার্মিং এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল করদাতাদের আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদিত না হলে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা অপ্রাপ্যতার বিধান করা হয়েছে।
- **দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক শৃংখলা সৃষ্টিতে সহায়তা**
  - মন্দ-ঋণের প্রবনতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সকল প্রকার করদাতার পরিবর্তে কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ঋণ মওকুফজনিত উদ্ভূত আয় করমুক্ত করা হয়েছে।
  - লোকসান সমন্বয় ও জেরটানার বিধান থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গঠিত মোট আয়ের ৫ শতাংশের সমপরিমান স্পেশাল রিজার্ভের অংক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
  - সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ায় অন্যান্য বেসরকারি সিকিউরিটিজ এর ন্যায় এই বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত মূলধনী আয়ে করারোপ করা হয়েছে।
  - আয়কর আইনে প্রদত্ত কোম্পানীর সংজ্ঞা কোম্পানী আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞার তুলনায় বিস্তৃত বলে অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনী দাখিলের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার লক্ষ্যে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর

অধীন নিগমিত কোম্পানীসমূহের পরিবর্তে আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহের আর্থিক বিবরনী নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নের বিধান করা হয়েছে।

- **ব্যবসা সহজীকরণ নিশ্চিতে সহায়তা**
  - Amalgamation এর শর্ত কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানিসমূহ বিদেশী কোম্পানি হলে শেয়ার হোল্ডিং দেশী কোম্পানির ন্যায় হবে মর্মে সুস্পষ্ট বিধান করা হয়েছে।
  - "Charitable purpose" এর সংজ্ঞা অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে করে অপব্যবহার রোধ করা যায়।
  - "Research and development" এর সংজ্ঞা প্রদান এবং এ খাতে ব্যয়িত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
  - উৎসে আয়কর কর্তনে অস্পষ্টতা দূরীকরণে "Supply of goods" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
  - বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ জনবল নিয়োগে অন্তরায় হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় পারকুইজিট এর অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার হতে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
  - ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার এর আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার নীতি অনুসরণ করার বিধান করা হয়েছে যাতে সার্বিকভাবে দেশীয় অর্থনীতি উপকৃত হয়।
  - এমপিওভুক্ত স্কুল যাদের ইংরেজি ভার্সন রয়েছে এমন স্কুল ব্যতীত অন্যান্য এমপিওভুক্ত স্কুল, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, স্বীকৃত প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনশন ফান্ড, অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড, অনুমোদিত সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ড ও ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড এবং ফিক্সড বেজ নেই এমন অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
  - এডিআর চুক্তি প্রাপ্ত হবার ৩০ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার বিধান করা হয়েছে।
  - অফশোর ইনডাইরেক্ট ট্রান্সফার হতে কর প্রাপ্তির উদ্দ্যেশ্যে একটি বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
  - Pre-commencement expenditure এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করে আমোর্টাইজ করার বিধান করা হয়েছে ।

সংযোজনী ৪.২
কোভিড ১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	১০৩,০০০
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৬০,০০০
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	২,০০০
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৪৫০
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম পরিচালনা	১৫০
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান	১০০
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান	১,৫০০
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান	১,০০০
	মোট (কোটি টাকায়)	**২,৩৭,৬৭৯**
	মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	**২৬,৯০০**
	জিডিপি'র শতকরা হারে (%)	**৫.৯৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী ৪.৩
এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট	বাজেট	হিসাব
	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২১-২২
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব প্রাপ্তি	**৪,৩৩,০০০**	**৪,৩৩,০০৩**	**৩,৩৪,৬৪১**
করসমূহ	৩,৮৮,০০২	৩,৮৮,০০২	২,৯৯,৫৮৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	৩,৭০,০০০	৩,৭০,০০০	২,৯২,৮৮০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১৮,০০০	১৭,৯৯৯	৬,৭০৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৫,০০০	৪৫,০০৪	৩৫,০৫৬
বৈদেশিক অনুদান	**৩,২৬৩**	**৩,২৭১**	**২,৩২২**
মোট	**৪,৩৬,২৬৩**	**৪,৩৬,২৭৪**	**৩,৩৬,৯৬৩**
ব্যয়			
পরিচালন ব্যয়	**৪,১৪,৫০৪**	**৪,১১,৪০৬**	**৩,২৫,৬৭৪**
আবর্তক ব্যয়	৩,৯০,৩৫৮	৩,৭৩,২৪২	৩,০৭,৭১৮
এর মধ্যে সুদ			
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৮০,৬৯১	৭৩,১৭৫	৭৩,২১৮
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৯,৩২২	৭,২০০	৪,৫৫৪
মূলধন ব্যয়	২৪,১৪৬	৩৮,১৬৪	১৭,৯৫৬
খাদ্য হিসাব	১,০৯৭	৫৪০	২,৪৩৭
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৩,৪৯৯	৬,৫০১	- ৫,১০৪
উন্নয়ন ব্যয়	**২,৪১,৪০৭**	**২,৫৯,৬১৭**	**১,৯৫,১৭৩**
স্কিম	৩,৭৩২	৩,১৫৫	২,৮৭২
এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প	৭,২৩৬	৭,৭২১	৪,৪৫১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,২৭,৫৬৬	২,৪৬,০৬৬	১,৮৬,০৬০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	২,৮৭৩	২,৬৭৫	১,৭৯০
মোট-ব্যয়	**৬,৬০,৫০৭**	**৬,৭৮,০৬৪**	**৫,১৮,১৮০**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	**-২,২৪,২৪৪**	**-২,৪১,৭৯০**	**-১,৮১,২১৭**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.০	-৫.৪	-৪.৬
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**- ২,২৭,৫০৭**	**-২,৪৫,০৬১**	**-১,৮৩,৫৩৯**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৫.১	-৫.৫	-৪.৬
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৮৩,৬১৯**	**৯৫,৪৫৮**	**৬৫,০২১**
বৈদেশিক ঋণ	১,০১,৭৬৯	১,১২,৪৫৮	৭৮,৩২৩
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-১৮,১৫০	-১৭,০০০	-১৩,৩০২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১,৪০,৬২৫**	**১,৪৬,৩৩৫**	**১,১৫,২০৯**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	১,১৫,৬২৪	১,০৬,৩৩৪	৭৫,৫৩৩
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	৭৪,০০০	৬৮,১৯২	৪৯,০৫১
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	৪১,৬২৪	৩৮,১৪২	২৬,৪৮২
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	২৫,০০১	৪০,০০১	৩৯,৬৭৭
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	২০,০০০	৩৫,০০০	২০,২৬৫
অন্যান্য (নীট)	৫,০০১	৫,০০১	১৯,৪১২
মোট অর্থসংস্থান	**২,২৪,২৪৪**	**২,৪১,৭৯৩**	**১,৮০,২৩১**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**৪৪,৭৪,১০০**	**৪৪,৪৯,৯৫৯**	**৩৯,৭১,৭১৬**

উৎস: আইবাস ++, অর্থ বিভাগ।